AUG. 23 2006

সংবাদ

কওমি মাদ্রাসায় কী পড়ানো হয় আয়ের উৎস কী, নেপথ্যে কারা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজপথে আন্দোলন, কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির পর বিভিন্ন মহলে আগ্রহ জন্মেছে এই মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি, এদের সংখ্যা, এসব মাদ্রাসা কীভাবে পরিচালিত হয়, আয়ের উৎস এবং নেপথ্যে কারা– এসব প্রসঙ্গে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত। বেফাক সূত্রে জানা যায়, কওমি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনা রয়েছে। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, লেবানন ও মিসর থেকে আমদানি করা বইও কওমি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয়।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম পর্যায় : এ পর্যায়ে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা। আরবি ও ইসলামিয়াতসহ সাধারণ শিক্ষা তথা বাংলা, অংক, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি ৫ম শ্রেণীর মান পর্যন্ত। একে বলা হয় আল মারহালাতুল ইবতিদায়িয়াহ বা কওমি প্রাইমারি। দ্বিতীয় পর্যায় : উচ্চ ইসলামী শিক্ষা (আরবি, হাদিস, তাফসির ও ফিকাহ এবং জরুরি বিষয়ে উচ্চমানের শিক্ষা)। এ পর্যায়ে রয়েছে ৫টি স্তর (মারহালা)। ১ম স্তর : ৩ বছর মেয়াদি আলমারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত)। ২য় স্তর : ২ বছর মেয়াদি মারহালা সানুবিয়া আম্মাহ (মাধ্যমিক স্তর, নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত)। ৩য় স্তর : ২ বছর মেয়াদি মারহালা সানুবিয়া উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)। ৪র্থ স্তর : ২ বছর মেয়াদি মারহাতুল ফযিলত (স্নাতক ডিগ্রি)। ও ৫ম স্তর : ২ বছর মেয়াদি মারহালাতুত তাকমিল (মাস্টার্স ডিগ্রি)। তৃতীয় পর্যায় : গবেষণামূলক শিক্ষা (হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, আরবি সাহিত্য, ইসলামের

কওমি · প · ১১ ক ·

কওমি : নেপথ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইতিহাস, ইলমুল কালাম, ইসলামী দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উচ্চ ও গবেষণামূলক শিক্ষা)।

কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বর্তমানে প্রাইমারি (ইবতিদাইয়াহ) স্তরে ৫ বছর, নিম্ন মাধ্যমিক (মুতাওয়াসসিতাহ) স্তরে ৩ বছর, মাধ্যমিক (সানাবিয়া আম্মা) স্তরে ২ বছর, উচ্চ মাধ্যমিক (সানাবিয়া উলইয়া) স্তরে ২ বছর, স্নাতক (ফযিলত) স্তরে ২ বছর এবং স্নাতকোত্তর (তাকমিল) স্তরে ২ বছরসহ মোট ১৬ বছরের কোর্স চালু আছে। বোর্ড সূত্র জানায়, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সব স্তরে শিক্ষার ২য় মাধ্যম হচ্ছে বাংলা। তবে উচ্চতর স্তরে আরবি ও উর্দু ব্যবহৃত হচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়, বর্তমানে ৭টি স্তরের বালক ও পুরুষের এবং ৪টি স্তরের বালিকা ও মহিলাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি স্তরে উত্তীর্ণদের সনদ দেয়া হয় এবং মেধা তালিকার ভিত্তিতে ৪টি স্তরে বৃত্তি ও ৩টি স্তরে পুরস্কার দেয়া হয় হয়।

কওমি মাদ্‌রাসা বোর্ডের তথ্য : বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রাথমিক জরিপ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশে ফোরকানিয়া মক্তবের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ, প্রাইমারি মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩ হাজার, নিম্ন মাধ্যমিক মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ২ হাজার, দশম শ্রেণী মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ১ হাজার, দ্বাদশ শ্রেণী মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে ২ শতাধিক, স্নাতক শ্রেণী মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে শতাধিক, স্নাতকোত্তর মানের কওমি মাদ্রাসা রয়েছে ২০০টি, হাফেজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে ২ সহস্রাধিক, ইলমুল কিরাতের মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩০টি। ফোরকানিয়াসহ এসব কওমি মাদ্রাসায় মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা প্রায় পৌনে ৪ লাখ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখ। প্রাথমিক জরিপ থেকে আরও জানা যায়, সিলেট, চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর ময়মনসিংহে সবচেয়ে বেশি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। বোর্ড অনুমোদিত কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৭৩টি। এর মধ্যে ১৩৩টিতে তাকমিল, ১২০টিতে ফযিলত, ২২২টিতে সানাবিয়্যাহ উলইয়া ও ৫৯৮টিতে মুতাওয়াসসিতাহ পড়ানো হয়।

নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ভোলা, বরগুনা, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট ও পঞ্চগড়ে বোর্ড অনুমোদিত কোন কওমি মাদ্রাসা নেই। ১৯৭৮ সালে বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর বোর্ডের অধীনে ১৯৭৯ সাল থেকে ৪টি পর্যায়ে ইবতেদায়িয়্যা, মুতাওয়াসসিতাহ, ফযিলত ও তাকমিল এবং ১৯৮৩ সাল থেকে হিফজ ও মক্তব বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড জানায়, ঢাকা জেলা ও মহানগরীতে ১৫৫টি, গাজীপুরে ২৪টি, নরসিংদীতে ২৮টি, নারায়ণগঞ্জে ১০টি, মুন্সীগঞ্জে ১৬টি, মানিকগঞ্জে ১৩টি, ময়মনসিংহে ১১৩টি, শেরপুরে ২৩টি, নেত্রকোনায় ৫১টি, কিশোরগঞ্জে ৭১টি, টাঙ্গাইলে ১৬টি, জামালপুরে ১৫টি, সিলেটে [illegible] পটুয়াখালীতে ২টি, পিরোজপুরে ৯টি, ঝালকাঠিতে ৩টি, ফরিদপুরে ১৪টি, শরীয়তপুরে ২০টি, মাদারীপুরে ১৯টি, গোপালগঞ্জে ২টি, খুলনায় ২৯টি, বাগেরহাটে ৯টি, সাতক্ষীরায় ৪টি, যশোরে ২৪টি, ঝিনাইদহে ৩টি, মাগুরায় ৩টি, নড়াইলে ৩টি, কুষ্টিয়ায় ৯টি, চুয়াডাঙ্গায় ৪টি, পাবনায় ১২টি, সিরাজগঞ্জে ৩৪টি, রাজশাহীতে ১০টি, নওগাঁয় ১৫টি, নাটোরে ৯টি, বগুড়ায় ৫টি, কুড়িগ্রামে ১টি, গাইবান্ধায় ১টি, দিনাজপুরে ১২টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ১০টি এবং নীলফামারীতে ৫টি বোর্ড অনুমোদিত মাদ্রাসা রয়েছে। বর্তমানে বোর্ড অনুমোদিত এসব মাদ্রাসায় প্রায় ২০ লাখ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মচারীর সংখ্যা ৭০ হাজারেরও বেশি। কওমি মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী সর্বোচ্চ শিক্ষা তাকমিল (মাস্টার ডিগ্রি) ও ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী ফযিলত (স্নাতক ডিগ্রি) পাস করে বের হচ্ছে। কিন্তু পাস করে বের হলেও জীবন-জীবিকার প্রশ্নে তাদের স্বচ্ছ ধারণা নেই।

বিদেশী আয় : কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, এনজিও ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সূত্র জানায়, সৌদি আরবের মক্কা শরিফকেন্দ্রিক রাবেতা আলমে ইসলামী, রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ (আরআইএইচএস), কুয়েতের জমিয়া তোরাস ইসলামী, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, আবুধাবির নাহিয়ান ট্রাস্টসহ মধ্যপ্রাচ্যের ৭টি ইসলামী এনজিও'র বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা, চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এর বাইরে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী রিলিফ অর্গানাইজেশন (আইআইআরও) বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সহায়তা করছে।

দেশীয় আয় : বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা, শিক্ষকদের এয়ানত ও পরীক্ষার ফি এবং পাঠ্যপুস্তক বিক্রির লভ্যাংশ দিয়ে কওমি মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে যোগ হয়, প্রতিবছর রমজানের পুরো মাস বাড়ি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঘুরে মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য টাকা আদায় এবং কোরবানির ঈদে চামড়ার ব্যবসা। কোন কোন মাদ্রাসা বছরজুড়েই চাঁদা আদায় করে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে জনপ্রতিনিধি ও বিত্তবানরা আর্থিক সহায়তা দেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কওমি মাদ্রাসাগুলোকে ভোট ব্যাংক মনে করেন।

যারা নিয়ন্ত্রণ করে কওমি মাদ্রাসা : বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দেশে কওমি মাদ্রাসাগুলোর মূল নিয়ন্তা। এদের মধ্যে রয়েছে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, ইসলামী ঐক্যজোট একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি, বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, ইসলামী ঐক্যজোট একাংশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতি ওয়াক্কাস মাওলানা সালমান, মাওলানা আতাউর রহমান খান, মাওলানা ইমদাদুল ইসলাম, মাওলানা সুলতান যোক নদভী, মাওলানা আহমদ শফি, মাওলানা নূরুল ইসলাম আদিব, মাওলানা হাফিজ উল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহমান হাফেজী, মাওলানা গিয়াসউদ্দিন, মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা ইসমাইল বরিশালী, মাওলানা গোলাম মহিউদ্দিন, মাওলানা মাহমুদুল হাসান মোমতাজী, মুহাম্মদ নাজমুল হক, নূর হোসেন নূরানী, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা মনসুরুল হক জেহাদী, মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী, মাওলানা আবুল কালাম, মাওলানা হুমায়ুন কবির, মাওলানা আহম্মদ আলী, মাওলানা আবু জাফর কাশেমী, আলহাজ্জ সৈয়দ তাসাদ্দেক হোসেন, মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা মাহফুজুর রহমান, মাওলানা আবদুল হক আজাদ, পীরজাদা ওসমান গণি, মাওলানা আশিকুর রহমান কাশেমী, মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা হুমায়ুন কবীর, মাওলানা মোস্তফা বিন হোসাইন, মাওলানা মীর মাকসুদ মোহাম্মদ, নূরুল আমিন, মাওলানা আহমেদুল্লাহ আশরাফ, মুফতি ইজহারুল ইসলাম, আলহাজ্জ মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মাওলানা রুহুল আমীন উজানী, মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা ওবায়দুর রহমান, মাওলানা মো. তৈয়ব, মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী, শাহ আহমদুল্লাহ আশরাফ, তাফাজ্জল হক আজিজ, মাসুমুল হক, এনামুল হক মুছাম, খোরশেদ আলম কাসূরী ও এটিএম হেমায়েতউদ্দিন।

যেসব সংগঠন জড়িত : ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, ফরায়েজি জামাত, নেজামে ইসলাম, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, হিযবুত তাওহীদ, হিযবুত তাহরীর, জামায়াত (জব্বার), আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত, তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত, খতমে নবুওয়ত আন্দোলন পরিষদ, আমরা ঢাকাবাসী, খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণ কমিটি, নবুওয়ত সংরক্ষণ আন্দোলন, আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত আন্দোলন, মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুওয়ত, তাহফুজে হারামাইন পরিষদসহ প্রকাশ্য ইসলামপন্থী দলগুলোর সভা, সমাবেশ, মিছিলে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-শিক্ষক-ব্যক্তিবর্গকে দেখা যায়। আফগানিস্তানে ইসলামী সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের কাছে ওই সরকারের গুণকীর্তন করা হতো। পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় এখন আর আগের